



# পিসিটাকে টিপটপ রাখুন

আপনি যখন টিপস এন্ড ট্রিকস বিভাগটি পড়ছেন— তখন ধরেই নিচ্ছি যে, আপনার একটি পিসি আছে আর সেটির সর্বোত্তম ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আপনি আগ্রহী। পিসির সর্বোত্তম পারফরমেন্স পেতে হলে কতগুলো ব্যাপারে যেমন সতর্ক থাকতে হবে— তেমনি বেশকিছু ভাবে পিসির যত্নও নিতে হবে।

যে সব ব্যাপারে সতর্ক থাকতেই হবে

 **ফাইলগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ড্রাইভে রাখা**

পিসিটাকে পরিষ্কন্ন রাখতে হলে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো ফাইলগুলোকে গুছিয়ে রাখতে হবে। আর ফাইলগুলো গোছানোর কাজ শুরু করতে হবে হার্ডডিস্কের ড্রাইভ বা পার্টিশন থেকে। হার্ডডিস্কের আকার যাই হোক না কেন C: ড্রাইভ সব সময়ই ব্যবহার করা উচিত ইন্সটল করা প্রোগ্রাম ও উইন্ডোজের জন্য। হার্ডডিস্কের সর্বশেষ পার্টিশনটিতে রাখা উচিত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস। বিভিন্ন সফটওয়্যারের ইন্সটলার থাকবে একটি ড্রাইভে। গেমস একটি ড্রাইভে, অডিও ও ভিডিও গান এক বা দুটি ড্রাইভে। সবকিছু আলাদা আলাদা রাখার ফলে সুবিধা এই হবে যে, কখনো উইন্ডোজ নতুন করে ইন্সটল করার প্রয়োজন হলেও আপনাকে প্রয়োজনীয় মুহুর্তে ডকুমেন্ট, ইন্সটলার কিংবা প্রিয় গানগুলোর চিন্তা করতে হবে না।


 **বিষয় অনুযায়ী ফোল্ডার তৈরি ও অর্থাবহ নাম রাখা**

সব ফাইলই রাখা উচিত প্রাসঙ্গিক কোনো ফোল্ডারে। যেমন— কারো কম্পিউটারে ৫টি ড্রাইভ রয়েছে। তাহলে তার পার্টিশন ও ফোল্ডারগুলো নিচের মতো হতে পারে।

- C: —> Main
- D: —> Software
- E: —> Games
- F: —> Songs

G: —> Documents

ড্রাইভের রুট ডিরেক্টরিতে ফোল্ডার ছাড়া কিছুতেই ফাইল রাখা উচিত নয়। আবার ডকুমেন্টগুলোও সাজানোর জন্য ফোল্ডার তৈরি করা উচিত। যেমন— Songs ড্রাইভে মাত্র দু'টি ফোল্ডার করা যেতে পারে Audio ও Video নামে। অতঃপর Audio-র ভেতর Bangla, English, Hindi নামে। তার কোনো একটির ভেতর শিল্পীর নামে ফোল্ডার করে সেই ফোল্ডারে শিল্পীর সব গান রাখা যেতে পারে কিংবা এলবাম অনুযায়ী আরো ফোল্ডার তৈরি করা যেতে পারে। এতে যেমন প্রয়োজনের সময় দ্রুত ফাইল খুঁজে বের করা যাবে— তেমনি অন্য কেউ আপনার পিসি ব্যবহার করতে বসলেও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে।

 **ফাইলের অর্থাবহ নাম রাখা**


যে-কোনো ফাইলের ক্ষেত্রেই (অবশ্য সিস্টেম ফাইল নয়) ফাইলের নাম হওয়া উচিত অর্থাবহ। যেমন— অডিও গানের ক্ষেত্রে যখন আপনি সঠিকভাবে ফোল্ডার তৈরি করে সাজাবেন— তার ভেতরে গানগুলোর নাম শুরু হতে পারে গানের টাইটেল দিয়ে। এলবাম অনুযায়ী সাজালে এলবামের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ফাইলের নাম 01, 02 দিয়ে ক্রমান্বয়ে শুরু করতে পারেন। আর ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডকুমেন্ট অনুযায়ী নাম দিন। যদি আপনার ডকুমেন্টে আপনার বায়োডাটা থাকে, তবে ফাইলের নাম Biodata-ই রাখুন, অন্যকিছু নয়।

 **ঝাকঝাকে ডেস্কটপ**

যেসব শর্টকাট ডেস্কটপে না থাকলেই নয়, সেগুলো ছাড়া অন্য শর্টকাটগুলো ডেস্কটপ থেকে

মুছে ফেলাই ভালো। তাছাড়া প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলোও ডেস্কটপে না রেখে ডকুমেন্ট ড্রাইভেই কোনো ফোল্ডার বানিয়ে রাখা উচিত। অবশ্য সে ফোল্ডার যদি খুব ঘন ঘন ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তাহলে ডেস্কটপে সেই ফোল্ডারের একটি শর্টকাট রাখা যেতে পারে— কিন্তু মূল ফোল্ডারটি কিছুতেই নয়। কেননা, সিস্টেম ক্র্যাশ করলে অন্য ড্রাইভগুলো রক্ষা পাবার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু উইন্ডোজ কিংবা C: ড্রাইভ অনেক সময়ই ফিরে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ইন্টারনেটে ব্রাউজিংয়ের সময় কিংবা কোনো ফাইলে কাজ করার সময় যদি বারবার ফাইলটিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে সেভ করার প্রয়োজন হয়, তবে দ্রুততার কারণে তা ডেস্কটপে সেভ করলেও পরবর্তীতে ফোল্ডার বানিয়ে সেসব ফাইল অবশ্যই ডকুমেন্ট ড্রাইভে সরিয়ে রাখা উচিত। তাছাড়া কাজের মাঝে দ্রুত ফাইল সেভ করার সময়ও ফাইলের অর্থাবহ নামকরণের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।



 **My Documents-এর অবস্থান পরিবর্তন**

আপনার সব ডকুমেন্টস যখন অন্য ড্রাইভে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি— তখন আপনি My Documents-কে C: ড্রাইভে রাখতে চাইবেন; সেটি নিশ্চয়ই হবার নয়।

My Documents-এর অবস্থান পরিবর্তনের বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে সবচে' ব্যবহৃত হলো My Documents-এর Properties থেকে Location পরিবর্তন করে দেয়া। তবে এখানে একটা অত্যন্ত সহজ পদ্ধতির বর্ণনা দিচ্ছি।

My Computer খুলুন, C: ড্রাইভে যান, My

Documents-সিলেক্ট করুন, Cut করুন; এরপর যে ড্রাইভে My Documents রাখতে চান সেই ড্রাইভে গিয়ে পেস্ট করুন। উইন্ডোজ তখন আপনাকে একটি মেসেজ দিবে। Ok করলেই দেখবেন— কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই পুরো My Documents জায়গা বদল করেছে।



## C: ড্রাইভের সিস্টেম ফাইলগুলোর গোপনীয়তা

C: ড্রাইভে Windows ও Program Files ফোল্ডারটি ছাড়াও থাকে বেশকিছু ফাইল— যা উইন্ডোজের বুট আপের সময় কাজে লাগে এই ফাইলগুলোর কোনো কোনোটি hidden, আর কোনোটি দেখা যায়। ফাইলগুলোকে নিরাপদে রাখতে Ctrl চেপে সবগুলো ফাইল একে একে সিলেক্ট করুন, এরপর তাদের Properties থেকে Hidden অপশনে টিক দিয়ে Ok করুন। ব্যস ফাইলগুলো লুকানোই থাকবে। আমরা অনেকসময়ই দেখি C: ড্রাইভের রুটে অসংখ্য সিস্টেম ফাইল থাকে। সিস্টেম ফাইল বলে আমরা তাদের নিয়ে খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করি না। কিন্তু উইন্ডোজ ৯x ও মি সিরিজের জন্য মাত্র ৫টি ফাইলই প্রয়োজনীয়। বাকিগুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই প্রয়োজনীয় ৫টি ফাইল রেখে আপনি বাকিগুলো মুছে ফেলতে পারেন অনায়াসে। প্রয়োজনীয় ফাইল ৫টি হলো— command.com, config.sys, io.sys, msdos.sys, autoexec.bat। C: ড্রাইভের এই ৫টি ফাইল হিডেন করে রেখে এবং বাকিগুলো মুছে ফেললে আপনার ড্রাইভটি দারুণ পরিচ্ছন্ন দেখাবে। ফলে দৃশ্যত আপনার C: ড্রাইভে থাকবে শুধু Windows ও Program Files ফোল্ডার দুটি।



## উইন্ডোজ মি-এর \_RESTORE ফোল্ডার

যারা উইন্ডোজ মি ব্যবহার করেন তাদের প্রায় সবাই এই ফোল্ডারটি এড়াতে চান। এই ফোল্ডারটি মূলত তৈরি হয় কোনো কারণে সিস্টেম করাপ্ট করলে দু'একদিন আগের সেটিং-এ যাতে ফিরে যাওয়া যায় সেজন্য। ফলে এই ফোল্ডারে প্রতিনিয়ত সিস্টেমের ব্যাকআপ তৈরি হতে থাকে এবং ফোল্ডারের আকার বাড়তে থাকে। ফোল্ডারটি কোনো অবস্থাতেই মুছে ফেলা যায় না। তদুপরি, আমাদের দেশের ইউজাররা System Restore ফিচারটি খুব একটা ব্যবহারও করেন না। তাই এই ফোল্ডারটি না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। এজন্য আপনাকে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে— তা হলো, System Restore ফিচারটি ডিসেবল করতে হবে। এই ফিচারটি ডিসেবল করতে, My Computer-এর প্রোপার্টিতে গিয়ে Performance ট্যাবে File Systems বাটনে

ক্লিক করুন। অতঃপর নতুন যে ডায়ালগ বক্সটি আসবে তার Trouble Shooting ট্যাব থেকে শেষ অপশন Disable System Restore-এ টিক দিন।

আর \_RESTORE ফোল্ডারটি পুরোপুরি মুছে ফেলতে হলে System Restore ফিচারটি ডিসেবল করার পর, পিসিটি কোনো বুটেবল ফ্লপি বা বুটেবল সিডি দিয়ে বুট করুন। অবশ্যই বুটেবল ফ্লপি বা সিডিটি উইন্ডোজ মি দিয়ে তৈরি হওয়া চলবে না। বুট করার পর ডস প্রম্পটে আপনার ড্রাইভ দেখাবে A:\> এরপর নিম্নলিখিত ডস কমান্ডগুলো একে একে দিয়ে যান।

A:\>C:

C:\>cd windows

C:\>Windows>smartdrv

C:\>Windows>cd command



C:\>Windows\Command>deltree

C:\\_RESTORE

শেষ কমান্ডটি C এর পরে D, E, F,... করে আপনার যতগুলো ড্রাইভ আছে সবগুলোর জন্য প্রয়োগ করুন। তারপর পুনরায় কম্পিউটারটি স্বাভাবিকভাবে বুট করুন।

## পিসির যত্ন নেবেন যেভাবে

পিসিকে গুছিয়ে রাখা হয় মূলত নিজের কাজের সুবিধার জন্য। কিন্তু পিসির পারফরমেন্স ভালো রাখতে চাইলে পিসির কিছু যত্ন নিতেই হবে। পিসির পারফরমেন্স ভালো রাখতে বেশ কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়। তবে খুব বেশি সফটওয়্যার ব্যবহার করাও ঠিক নয়। যত কম করা যায় ততই ভালো— আবার একেবারে ব্যবহার না করাও ঠিক নয়।



## Scandisk ও Disk Defragmenter

Scandisk ও Disk Defragmenter এমনই দুটি বহুল প্রচলিত সফটওয়্যারের নাম। তবে অনেকেই যে এদের সঠিক ব্যবহার জানেন না, তা ডক্টর টুমরোতে তাদের প্রশ্নের ধরন থেকেই বোঝা যায়।

Scandisk মূলত হার্ডডিস্ক ও ফ্লপি ডিস্কের ফ্যাট, ফাইল, ফোল্ডার, ফ্রি স্পেস ও ডিস্কের ডাটা রাখার পৃষ্ঠ চেক করতে ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে। ফ্যাট, ফাইল, ফোল্ডার ও ফ্রি স্পেসে যেসব সমস্যা হয় তা হলো, লজিক্যাল সমস্যা কিন্তু ডিস্কের ডাটা রাখার পৃষ্ঠে যেসব সমস্যা হয় (যেমন-ব্যাড ব্লক), তা ফিজিক্যাল সমস্যা। স্ক্যানডিস্ক লজিক্যাল সমস্যার পূর্ণ সমাধান করলেও ফিজিক্যাল

সমস্যার সমাধান করে না বরং সে সমস্যায় যাতে সিস্টেম না পড়ে সে ব্যবস্থা করে দেয়। যেমন— স্ক্যানডিস্ক ডিস্কের যেসব স্থানে ব্যাড ব্লক আছে তাকে চিহ্নিত করে দেয়। ফলে পরবর্তীতে সে জায়গায় আর কোনো ডাটাও রাখা হয় না, সমস্যাও হয় না।

অন্যদিকে Disk Defragmenter হার্ডডিস্কের ডাটাগুলোকে সুসজ্জিত করে রাখে। এই সাজানো আর নিজ হাতে ফাইল ফোল্ডারে ডাটা সাজানো এক নয়। Disk Defragmenter যা করে তা হলো হার্ডডিস্কে ধারাবাহিকভাবে বাইনারি ডাটাগুলোকে সাজিয়ে রাখে। ফলে কাজের সময় কম্পিউটার সহজে ও দ্রুত ডাটাগুলো পায়। অর্থাৎ Disk Defragmenter কোনো সমস্যার সমাধান করে না— শুধুমাত্র হার্ডডিস্কের মধ্যে ডাটাকে সাজিয়ে রাখে।

তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্ক্যানডিস্ক ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার খুব একটা কার্যকরী সফটওয়্যার নয়, বরং নর্টন ইউটিলিটিজ-এর মধ্যে নর্টন ডিস্ক ডক্টর ও স্পিড ডিস্ক একই কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এরা আমাদের পরিচিত স্ক্যানডিস্ক ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টারের চেয়ে ভালো পারফরমেন্স প্রদর্শন করে।

স্ক্যানডিস্ক কিংবা ডিস্ক ডক্টর যেটাই ব্যবহার করা হোক না কেন— পিসি ঠিকমতো বন্ধ না করা হলে তারা যদি পিসির স্টার্টআপে চলতে চায় তবে চলতে দেয়া উচিত। এছাড়াও মাসে অন্তত একবার এই সফটওয়্যারগুলো চালানো উচিত। তবে খেয়াল রাখা উচিত যে, একই কাজের জন্য একাধিক সফটওয়্যার ব্যবহার করা ঠিক নয়।

রাখা, ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি করা, নিরাপত্তা জোরদার করা, এমন সব শর্টকাট খুঁজে বের করা যেগুলোর মূল ফাইলটি আর নেই, এক ফাইল একাধিকবার থাকলে তা চিহ্নিত করা। অর্থাৎ পিসির জন্য সত্যিকার অর্থেই এই সিস্টেম মেকানিক এক মেকানিক— যার নিয়মিত ব্যবহারে (মাসে ১-২ বার) আপনাকে অন্যকোনো মেকানিকের কাছে পিসি নিতে হবে না। তবে এর যে ফিচারটি আমার কাছে সবচে' দারুণ মনে হয়েছে সেটি হলো Windows Startup Manager। এটি অনেকটা msconfig-এর মতো কাজ করে। তবে এর বাড়তি সুবিধা হলো— যেসব ট্রোজান msconfig-কে ফাঁকি দেয়, এটি তাদেরকেও

ব্যবহার করতে পারবে। কেননা, প্রতিটি অপশনের সাথেই রয়েছে হেল্প লাইন। এখানে WinBoost 4.26 ব্যবহার করে উইন্ডোজের দক্ষতা বাড়ানো সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন দেয়া হলো।

১. Disable Recent Docs History
২. Speed up the start Menu→ মান 0
৩. Multiple columns for start Menu
৪. Add Text in Outlook Express Title Bar
৫. Add Text in Internet Explorer Title Bar
৬. Better Auto Complete Feature
৭. Quick Edit for HTML Files
৮. Disable OE Splash Screen
৯. Shortcut without 'Shortcut to'
১০. Disable Autocreate Bootlog File
১১. Disable Low Disk Message
১২. Maximize CD/DVD Rom Speed  
মান CD-Rom-এর ক্ষেত্রে 40x DVD-Rom-এর ক্ষেত্রে 12x
১৩. Remove Temporary Files on Startup
১৪. Enable DVD Option on Media Player
১৫. Disable Min, Max, Close Tooltips
১৬. Clear Recent Docs on Exit

তবে এখানে যেগুলো ডিসেবল করা হলো তার কোনোটি যদি আপনার প্রয়োজনীয় মনে হয়, তবে ডিসেবল না করাই উত্তম।

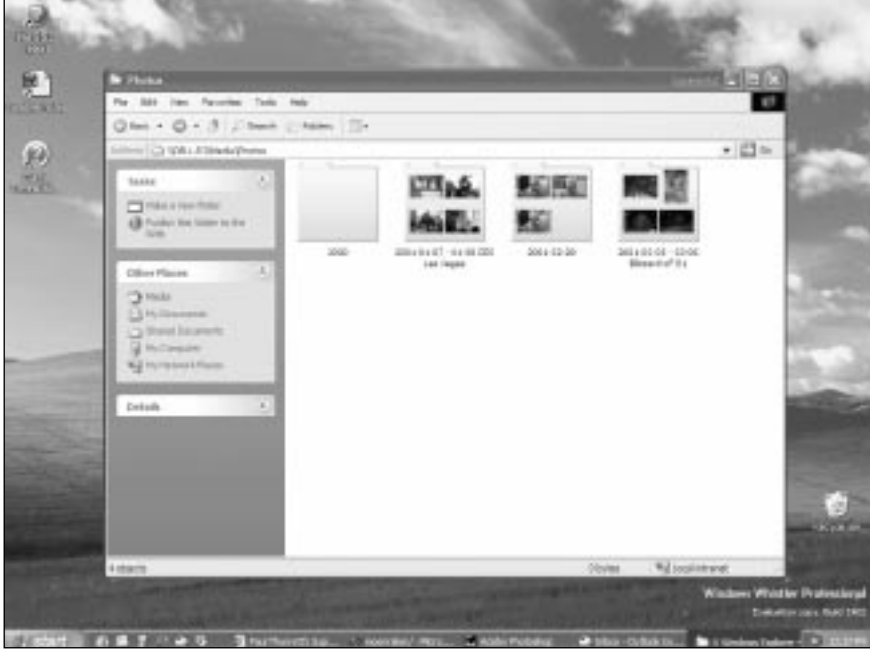


## Tweak UI

উইন্ডোজের গোপন সেটিং পরিবর্তনের জন্য যেসব সফটওয়্যার পাওয়া যায় সেগুলো সবই-অন্যান্য কোম্পানির। কিন্তু গোপন সেটিং পরিবর্তনের জন্য Tweak UI তৈরি করেছে খোদ মাইক্রোসফট। এটিতে অপশন খুব বেশি না থাকলেও এমন কিছু আছে— যা আর কোনোটাতেই নেই। যেমন— ডেস্কটপ থেকে My Computer কিংবা Recycle Bin গায়েব করে দেবার অপশন। আর এই টুলটির আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটি কোনো সফটওয়্যার হিসেবে ইন্সটল হয় না। বরং সরাসরি Control Panel-এর একটি অপশন হিসেবে আসে।

একজন পিসি ইউজার হিসেবে সবাই চায়, পিসিটাকে টিপটপ রাখতে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে টিপটপ রাখাটা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু এই টিপসগুলো মেনে চলে যে কেউই যে, হয়ে উঠতে পারেন একজন স্মার্ট পিসি ইউজার তাতে কোনো সন্দেহই নেই!

■ মোঃ মারুফ হোসেন  
computertomorrow@maruf42.com



## System Mechanic

lolo technologies-এর System Mechanic তার সমকক্ষ অন্যান্য সফটওয়্যারের তুলনায় অনেকখানিই এগিয়ে। প্রথমত এটির আকার অত্যন্ত ছোট। দ্বিতীয়ত এটি চলতে অত্যন্ত কম মেমোরি প্রয়োজন হয় এবং সর্বোপরি, এর ফাংশন বা ফিচার অনেক বেশি। সিস্টেম মেকানিকের মূল দক্ষতা হলো রেজিস্ট্রি পরিষ্কার রাখা, অপ্রয়োজনীয় ফাইল খুঁজে বের করা, উইন্ডোজের গোপন সেটিংস পরিবর্তন করা (এই সেটিং পরিবর্তন করে সহজেই বিক্রোতা কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের নাম পরিবর্তন করে নিজের নাম করা, স্টার্ট মেনুসহ যে-কোনো মেনুর গতি বৃদ্ধি সম্ভব), অপ্রয়োজনীয় কিংবা ভুল করে আনইন্সটল না করে সরাসরি মুছে ফেলা প্রোগ্রামের নাম Add/Remove Programs-এর তালিকা থেকে সরিয়ে ফেলা, ইন্সটলের সময় ফাইলের ট্র্যাক

ট্র্যাক করে। কেননা, এটি রেজিস্ট্রি চেক না করে সরাসরি মেমোরি চেক করে। তার ওপর কোনো স্টার্টআপ আইটেম এটি ডিসেবল করে রাখার পাশাপাশি সরাসরি রেজিস্ট্রি থেকে মুছেও ফেলা যায়, যা msconfig-এ সম্ভব। Redlof.A সহ বিভিন্ন ট্রোজান আমি System Mechanic-এর কল্যাণে ধরতে পেরেছিলাম অন্যদের অনেক আগেই।



## WinBoost

উইন্ডোজের গোপন সেটিং পরিবর্তন করে উইন্ডোজের দক্ষতা দারুণভাবে বাড়ানো যতগুলো সফটওয়্যার আছে তার মধ্যে WinBoost সর্বোত্তম। এতে ডেস্কটপ, ইন্টারনেট, বুটআপসহ মোট ৮টি হেডিংয়ের মধ্যে ৩৬১টি অপশন রয়েছে। যা দিয়ে উইন্ডোজের দক্ষতা তো বটেই চেহারাও বদলে ফেলা যাবে। আর এতসব অপশন যে কেউ